ভেক

তপতী বাগচী

ঘুম থেকে উঠে দেখি এত সাতসকালে আমার ড্রেসিং টেবিলের কোণে একটা ব্যাঙ বসে আছে। কাচের পাত্রের ভেতর। সাতসকাল মানে সকাল সাতটা। এর আগে আমার ঘুম ভাঙে না। যদিও বাড়ির আর সবার অর্থাৎ আমার ছেলে এবং স্বামী দেবতাটির দিন এর বহু আগেই শুরু হয়ে যায়। তারা ক্ষমাঘেন্না করে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। সত্যি বলতে এজন্য প্রায় প্রতিটি সকাল আমার একধরণের অপরাধবোধ নিয়ে কাটে। অবশেষে পরদিন সকালে খুব তাড়াতাড়ি উঠে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবার সংকল্প করে মনকে ঝরঝরে করে নিই। এই রুটিনই মোটামুটি জারি আছে। সুনন্দর মতে নির্বোধদের ঘুম একটু বেশি হয়। তা হয়তো হবে। কিন্তু ব্যাঙ কেন? চোখটোখ কচ্‌লে নিই ভালো করে। কে জানে বাবা - ঠিক দেখছি তো! জানালা হয়ে কিছুটা রোদ সোজা ড্রেসিং টেবিলের ওপরেই পড়েছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ব্যাঙই তো। বেশ কিউট কিন্তু! চামড়ায় জীবন্ত সোনালী আভা। বসবার ভঙ্গীটা বেশ জাঁদরেল। অহঙ্কারী। কেমন চিবুক উঁচু করে রয়েছে। কি লাইভলি! কালো ঝকঝকে পুঁতির চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বাঃ, বেশ আনকমন শোপীসটা। রিয়ার একটা বিরাট কালেকশন আছে পেঁচার। ব্যাঙের ওরকম একটা কালেকশন করলে মন্দ হয় না।

কিন্তু কথা হচ্ছে, আগে তো দেখিনি, কে আনল? কখন আনল এটা? আচ্ছা, ইনি ফেংশুই নির্দেশিত সেই সৌভাগ্যবর্দ্ধক ব্যাঙ নন তো? সে কি এরকম হয়? হবেও বা । সেটাকে এমনি করে আয়নার সামনে রাখলে হয়তো প্রতিফলনে কার্যক্ষমতা বেড়ে যায়। এগুলো আমি জানিনা। কদিন আগে বাড়িতে একটা স্ফটিকের গ্লোব, কয়েকখানা উইন্ডচাইম নামক ঝুলন্ত টুংটাং বাজনা এসেছে। সুনন্দর মাথায় আজকাল এসব ঢুকেছে, অফিসের স্ট্রেস আর বয়েস দুটোই বাড়ছে তো। তার ওপর প্রমোশনটা হতে হতেও ফস্কে যাচ্ছে। কে যে আড়াল থেকে কাঠি করছে। মনে হলে কষ্ট হয়। এক কালের দাপুটে কমরেডের কি দশা! দু হাতের দশ আঙুল আঁকড়ে লাল নীল হলুদ সবুজ। ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আপাতত সে বোধহয় বাজারে। কথাটা মগজে আসতেই ব্যাঙের মতই লাফ মেরে পৌঁছতে চাই বাথরুমে, কেননা, ওমা, ঘড়িটারও ওরকমই লাফিয়ে চলবার অভ্যেস হল নাকি! তা নয়তো এর মধ্যেই সোয়াসাত!

সকালের এ সময়টা আমি বেশ কয়েক কিলোমিটার হার্ড রেস করি। মগজটাকেও তখন কম্পিউটারের চেয়ে বেশি দক্ষতায় চালু রাখতে হয়। ঐ যন্ত্রটি তো আর রাঁধতে রাঁধতে চুল বাঁধার ছাঁদ ভেবে রাখতে পারে না। তবে অবশ্য শুনছি নাকি এ ধরনের 'ফাজি লজিক'ও ওটার মগজে পুরে দেবার চেষ্টা চলছে। তাহলে আর দেখতে হবে না। সে যাই হোক গে! আজ আমার রাঁধা এবং চুলবাঁধার মধ্যবর্তী পরিচ্ছেদগুলোর ভেতরে ব্যাঙ পর্বটাও অনায়াসে ঢুকে গেল। খুব মনে পড়ছে ছোটবেলার কথা। তখন দেখেছি গ্রামের দিকে ব্যাঙের বিয়ে দেয়া হতো। ওতে নাকি বৃষ্টি আসে। কৃষি ভালো হয়।

আসলে ব্যাঙের উভচারিতাই মনে হয় মানুষের ভেতরের আদিম রহস্যলোকের সঙ্গে কিছু যোগসূত্র রেখে দিয়েছে। কিছু সম্ভ্রমও আদায় করেছে সেজন্য। প্রাণের বীজ তো একদিন জলেই অঙ্কুরিত হয়েছিল-হয়তো আজও তাই সমুদ্রের গভীরতার প্রতি মানুষের এত আকর্ষণ। দশাবতারের কূর্মঅবতাব, তিনিও তো উভচর। ভাবলে কেমন আশ্চর্য লাগে - আগে মানুষ কত সহজ বিশ্বাসে দেখেছে প্রকৃতিকে। চ্যালেঞ্জ না জানিয়ে, তার কাছে কাছে থেকে, তাকে পুজো করে ভালোই তো ছিল মানুষ। ইজিপ্সিয়ান মিথলজির সেই ব্যাঙ দেবী 'হেকেট', যিনি বীজের ভ্রূণমোচন করিয়ে তাকে অঙ্কুরিত করেন। প্রতিদিনের সূর্যশিশুর জন্মের সময় তিনিই আবার ধাত্রীর দায়িত্বে। প্রতিদিন নতুন সূর্যের জন্ম-কল্পনা ও দার্শনিকতায় মেশামেশি কি সুন্দর একটা ধারণা - এ একটা পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি। জদি এমন করে ভাবা যেত। যদি সত্যি বিশাস করা যেত যে প্রতিদিনের এই যে আমি, আমার নতুন জন্ম হচ্ছে প্রত্যেক সকালে! প্রত্যেকটি দিন নতুন! শিশুর মত পবিত্র! এই মিথগুলো যদি এমন করে ভাবা যেত। এই মিথগুলো কি সাবলীলভাবে জীবন জন্ম সৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোত একাকার। এসব ভুলে গিয়ে মানুষ মহত্তর কি যে পেল। সকাল সকাল ব্যাঙ দর্শনের আফটার এফেক্ট তো কম নয়, ভাবতে ভাবতে কোথায় চলে এসেছি- কত কি ভারী ভারী ভাবনা মনে চলে আসছে। আসলে ব্যাঙটার চেহারা, বসবার ভঙ্গী, চাউনি এত জীবন্ত! কিছুতেই মন থেকে সরছে না। ঘুরে ফিরে শুধু ওটার কথাই ভাবছি। ছেলেটা ক্রিকেট প্র্যাকটিস্ থেকে ফিরলে ওকেই জিজ্ঞেস করি - পুপুল, ড্রেসিংটবেলের ওপর একটা নতুন সোপীস দেখলাম - ওটা কে আনল রে, তোর বাবা?

—শোপীস? জানিনা, আমি দেখিনি। খাবারটা তাড়াতাড়ি দাও তো মা, অলরেডি দেরী হয়ে গিয়েছে। স্যার বোধহয় এতক্ষণে শুরু করে দিয়েছে। চটপট টেবিলে খাবার দিতে দিতে বলি - আরে, ঐ ব্যাঙটার কথা বলছি। দেখিস নি? সুন্দর হয়েছে কিন্তু

—ওফ মা, তোমাকে নিয়ে না সত্যি...তুমি কি এখনো ঘমুচ্ছো?

—পুপুল! একদম বাজে বকবিনা, এর মধ্যে আবার ঘুম এলো কোত্থেকে?

—আরে বাবা, শোপীস হতে যাবে কেন? ওটাকে তো আমি ধরেছি ভোরবেলায়।

পাক্কা আধঘন্টা লেগেছে ধরতে! তবু ভাগ্যিস পেলাম। লাস্ট মঙ্গলবার তো মালি ভাইয়ের ছেলেকে

দশটাকা দিয়েও পায়নি।

—ওটা জ্যান্ত! তুই ধরেছিস?

—হ্যাঁ, বললাম তো।

—ধরলি কোত্থেকে?

—ছাদে জলের ট্যাঙ্কের কোণে ঘাপটি মেরে বসে ছিল। দেখো, দয়া দেখিয়ে ওটাকে অবার ছেড়ে দিয়োনো যেন, ব্যাটা বহুৎ খাটিয়েছে। বাপ্‌রে কি লাফ্!

ঃদেবেনা? প্রাণ বাঁচাতে ওরকম লাফ সবাইই দেয়। তা তুইবা ওকে মিছিমিছি ধরতে গেলি কেন?

—খাব, ডীপফ্রাই করে রেখো, ব্যাপক লাগে।

—ইয়াকি হচ্ছে পুপুল!

—তো কি? তুমি কোন জগতে থাকো মা? সেদিন নিজেই তো বায়োলজি বক্সটা কিনে আনলে। খুরের ধার দেখে ভয় পাচ্ছিলে মনে নেই।

—ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে। তাতে কি?

—আজ আমার বায়োলজির প্র্যাকটিকাল মা। ভালো করে শুনে রাখো, শুভ ফোন করলে বলবে যে কুনোটুনো পাওয়া গেল না, ওটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। ভুলোনা যেন! আমি উঠলাম, স্কুল ড্রেসটা আয়রণ করে রেখো প্লীজ। বাই, মা।

পুপুল ব্যাগ কাঁধে তিন লাফে সিঁড়ি শেষ করে সাইকেলে উঠে পড়ল। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পুপুলকে হাত নাড়ি। পায়ের তলায় অসংখ্য পোকার কামড়। বায়োলজির প্র্যাকটিকাল। আজ পুপুলের হাতের ছুরি উঠবে।

কাজের অকাজে বাকী সকালটুকুতে বারবার আয়নার সামনে এসে দাঁড়াই। ঐ তো গলার কাছে ধুকধুক্ করছে প্রাণ। ও কেন তবে চুপ করে বসে রয়েছে? বোতলঘরটা কি ওর খুব পছন্দ? একবার লাফিয়ে উঠে বেরোবার চেষ্টা করুকনা ও! দেখুক না কি হয়! নাকি ও জানেই না যে ওর সোজা চলে যাওয়া দৃষ্টিপথেরই কোথাও একটা স্বচ্ছ অথচ শক্তপোক্ত কাঁচের দেয়াল আছে, ও কি সেটা মেনে নিয়েছে? ওর একটানা চাউনির সামনে থেকে পালিয়ে আসি একসময়।

...ক্লোরোফর্মের ঘন সম্মোহন থেকে জেগে উঠছি ক্রমশ। ঝুঁকে আছে জোড়া জোড়া চোখ। কুশলী দুটো হাত এগিয়ে এলো। চিমটে দিয়ে টেনে তুলছে গলার কাছে চামড়া। কাঁচি দিয়ে কেটে নিচ্ছে খানিকটা। তারপর সেই ছিদ্রপথে কাঁচি ঢুকিয়ে সোজা টানে নামিয়ে দিয়েছে। চিরে গেল আমার বহিরাবরণ - চিবুকের তলা থেকে শেষ পর্যন্ত। হাতে পায়ে শক্তিশালী পিন দিয়ে মোমের ট্রের ওপর গাঁথা আছি। পিঠের নীচে থৈ থৈ জল।

মাথার ভেতর কাঁপছে কচি লেবুপাতার গন্ধ - গল্পে ঠাসা লালচে বিকেল - লণ্ঠনের নীচু আলোয় দেয়ালে ভয়ের ছায়া, গাছপালার ভেজা নিঃশ্বাস- চারিদিকে ছলছল। ঘনবুনটে ভরাট বৃষ্টিস্বর ছড়িয়ে যাচ্ছে উপশিরায়, মিশে যাচ্ছে রক্তবুদ্বুদের মুখ খুলে খুলে। নিম অবসাদে ধীর হয়ে আসছে শ্বাস বায়ু।

অন্তরাবরণও নিয়ম মেনে ছিন্ন হল। এক এক করে চিহ্নিত হচ্ছে আমার আন্তরযন্ত্রসমূহ। হৃদয়ের অলিগলি, অলিন্দপথ। স্নেহ প্রেম মমতা। আমার বিশ্বাসহীনতা, লোভ, অভিনয়, আমার অসততা, অনুশোচনা, ঈর্ষা ইত্যাদি বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে ওরা চলে যাচ্ছে। চিরে পড়ে আছি। নিষ্ক্রিয়। গলার কাছে অমৃতজীবন তবু স্পন্দিত!